

মালয়েশিয়া ও শরিয়া আইন

কুদ্দুস খান

গণতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্র হলে কি ভাবে সরকার আধুনিক অর্থনীতি গলাটিপে হত্যা করে, মালয়েশিয়া তার প্রমাণ। গত ২০০০ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার জি ডি পি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬% ভাগ। কিন্তু অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সামাজিক সংস্কার বা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না পেলে পুঁজির বিকাশ এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। আর সেটাই ঘটেছে মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়া থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি ক্রমাগত ভাবে প্রত্যাহার করছে। কারণ, অর্থনীতির নিম্নগতির সময়ে মালয়েশিয়া তার ব্যাঙ্কের ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর সেটা হয়েছে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র থাকার কারণে। গণতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্র বা নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালকগণ বা এম পিরা সবসময়েই তাদের স্বার্থে ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, যা মুক্ত অর্থনীতি বা আধুনিক অর্থনীতির অগ্রগতি বিরোধী। এছাড়াও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে রয়েছে ইরানী ষ্টাইলের ইসলামিক রাষ্ট্রীয় প্রধান বা সৌদি ষ্টাইলের রাজতন্ত্র, যা সবসময়েই গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির বিপক্ষে কাজ করছে।

মালয়েশিয়া থেকে ঘুরে এলাম। কাজেই মালয়েশিয়া বিষয়ে কিছু লিখতেই হয়। তবে এটা কোন ভ্রমণ কাহিনী নয়। প্রধানতঃ সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখা। আর সাথে থাকছে অর্থনীতি। কেননা, মালয়েশিয়ার মুসলিম অর্থনীতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে ও অবিরাম কথা হচ্ছে। অর্থনীতির কথা আসলে অমর্ত্য সেনের কথা আসে। অমর্ত্য সেনের কথা নিয়ে কয়েক দিন আগে কিছু লিখেছিলাম। তাতে আমার ভোগান্তি হয়েছে প্রচুর। কেননা অনেকেই মনে করে অমর্ত্য সেন ভারতীয় ও হিন্দু। ভারত ও হিন্দু এ দুটোই নাকি বাংলাদেশের জাত শত্রু। আমি বলেছিলাম অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ কিন্তু অনেকেই তাকে ভারতীয় মনে করেন। সমস্যাটা সৃষ্টি করেছেন অমর্ত্য সেন নিজে। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ভারত না গিয়ে প্রথমে ঢাকায় এসেছেন এবং স্বর্গর্বে ঘোষণা দিয়েছেন ‘আমি ঢাকাইয়া পোলা’। কাজেই আমার কি দোষ! দোষ করলে করেছেন তিনি নিজে, নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ও বাংলাদেশী ভেবে। আবার নিন্দুকেরা তাকে ভারতীয় বলতেও রাজী নন, কারণ তার কর্মস্থল এবং অর্থনীতি বিষয়ের সমস্ত লেখাই প্রকাশিত হয়েছে লন্ডন থেকে।

যাহা হোক, অমর্ত্য সেন খুব জোর দিয়ে তার বই development as freedom এ বলেছেন গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে। তাই আমরা বলেছিলাম মুসলিম সমাজে গণতন্ত্র অনুপস্থিত, বিধায় মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি স্থবির হয়ে আছে। কিন্তু আমার শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ইসলামিষ্ট লেখকগণ তা মানতে রাজী নন। তারা ভিন্নমতে বিভিন্ন লেখায় বার বার বলেছেন, মুসলিম সমাজে উন্নতি সম্ভব ও উন্নতি হচ্ছে এবং মালয়েশিয়া তার প্রমাণ। তাই মালয়েশিয়া নিয়ে এই ছোট লেখা। লেখাটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর লেখা আর আমার সফরটিও ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাজেই, ভুলত্রুটি থাকতে বাধ্য। আমি আশা করব পাঠককুল নিজ গুনে আমার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন।

কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে নেমে আমাকে প্রায় ৫ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ আমার একমাত্র কন্যা ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে আসছে, আর তাকে রিসিভ করার উদ্দেশ্যেই কুয়ালালামপুরে যাওয়া। কুয়ালালামপুরের অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কেননা, এয়ারপোর্টে টি অত্যন্ত সুন্দর ও লস এঞ্জেলস এয়ারপোর্টে র চেয়ে দশগুন বড়। আর অবাক হওয়ার প্রধান কারণ, আমি মুসলিম সমাজের টিকিটিও এখানে দেখিনি। এয়ারপোর্টে র দেয়ালে টাংগানো আছে ৩০ x ৩০ ফুট স্যামসং টিভি স্ক্রিন, যাতে বিরতিহীন ভাবে চলছে ম্যাডোনার সেক্সি গান ও বিভিন্ন দেশের সেক্সি ও অর্ধনগ্ন মহিলাদের নৃত্য ও পপ মিউজিক। আমি অবাক হলাম, ও ভাবলাম এ কোন মুসলিম দেশ? তা হলে আমরা যে একবছর যাবত ইসলামিক সমাজ ও হিজাব নিয়ে ফাহিমদা রহমানের সহিত বিতর্ক করেছি, সেটাও কি ভুল বা অনর্থক সময় নষ্ট করা? সমাজ তো তার আপন গতিতেই এগিয়ে চলছে। অন্ততঃ মুসলিম মালয়েশিয়া তো আমার বা ফাহিমদা রহমানের কথা শুনছেন।

এক বোতল পানি কিনতে যেয়ে আরও অবাক হলাম। তখন মনে হল ফাহিমদা রহমানই সঠিক, আর আমিই ভুল। দোকানের কাউন্টারে দুটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনের শুধুমাত্র মাথার চুল একটি অতি সুন্দর কাপড় দ্বারা আবৃত করা আর পরনে অন্য দশ জন আমেরিকার ষোড়শীদের মতই টাইট জিন্স ও সুন্দর একটি শার্ট ইন করে পরা। আমি এক জনকে জিজ্ঞাসা করলাম ‘তুমি মাথার চুল আবৃত কর নাই কেন?’ মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল ‘আমি চাইনিজ আর ফারিহা মুসলমান’।

আমি আমার ষোড়শী মেয়েকে রিসিভ করে ৪ ঘন্টার সিটি টুরে বেরিয়ে গেলাম। সব জায়গাতে এক ই ঘটনা। সমস্ত মুসলিম কর্মরত মহিলারা বিশেষ করে যুবতী মহিলারা মুসলিম-চাইনিজ একত্রে পাশা পাশি কাজ করে যাচ্ছে, একই পোষাক। শুধুমাত্র মুসলিমরা মাথা আবৃত করে রাখছে। আমার ধারণা ছিল মুসলিমদের আধুনিক করা যাবে না। আমি ভুল, মালয়েশিয়া তা করতে পারছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, তা হচ্ছে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকই চাইনিজ আর তাদের হয়ে কাজ করছে মুসলিমরা। ভুল হলে মাফ করবেন, কেননা আমার কাছে কোন পরিসংখ্যান নেই। অন্ততঃ, অবস্থা দেখে আমার তাই মনে হয়েছে। তবে একটি মজার বিষয় হচ্ছে, মালয়েশিয়ায় চাইনিজ, মুসলিম ও হিন্দু এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক খুবই ভাল। অবস্থাদৃষ্টে আমার তাই মনে হয়েছে। আমি কম করে হলেও ১০০ জন মালয়েশিয়ানের সহিত কথা বলেছি।

মালয়েশিয়ান ব্যাঙ্কে গিয়ে অবাক হতে হয়েছে। এখানে একই ব্যাঙ্কে মুসলিম ব্যাঙ্কিং ও পশ্চিমা ব্যাঙ্কিং সম্ভব। আমি জনৈক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, ‘আরব-মুসলিম বিশ্বে প্রচুর টাকা রয়েছে, টাকার মালিকগণ শরিয়া আইনের ভিত্তিতে টাকা বিনিয়োগ করতে চান। সে কারণেই আমরা শরিয়া ভিত্তিক ব্যাঙ্ক চালু করেছি।’ তিনি শরিয়া আইন ভিত্তিক ব্যাঙ্কের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ‘ব্যাঙ্ক কোন মুসলিম বা শরিয়া আইন ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগ করলে, সে টাকার জন্য কোন সুদ নেবে না। তবে ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যয় বা টাকার মুনাফার জন্য একটি সার্ভিস চার্জ নেবে। আবার যারা ইসলামিক ব্যাঙ্কে টাকা রাখবেন তারা সুদ পাবেন না, তবে বছর শেষে মুনাফার একটা অংশ পাবেন। আমি একটু অংক কষে দেখলাম ইসলামি ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ ও মুনাফার অংশ যোগ করলে সুদের হারের কাছাকাছি হয়। তবুও ভাল, মালয়েশিয়া আধুনিক অর্থনীতির সহিত সংগতি রেখে ইসলামী অর্থনীতির একটি ফরমুলা বের করতে পেরেছে।

আমার মনে হয়েছে চাইনিজ, মুসলিম ও হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল সামাজিক সম্পর্ক, ইসলামিক অর্থনীতিকে খানিকটা আধুনিকিরণ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা-ই মালয়েশিয়ার উন্নতির কারণ। বাংলাদেশের মুসলিম ভাইয়েরা পছন্দ ক রুন আর নাই বা করুন আবারও আমি হিন্দু অর্মত্য সেনের কথায় আসছি। তিনি অতি সহজ ভাষায় তার বিখ্যাত বই Development as freedom এ বলেছেন, গণতন্ত্র ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতি তো দূরের কথা, সাধারণ জীবন যাপন সম্ভব নহে। আর গণতন্ত্র বিহীন সমাজে দুর্ভিক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক।

অর্মত্য সেন এই দুর্ভিক্ষের প্রমাণ স্বরূপ আফ্রিকার দেশ গুলির কথা বলেছেন। সে দেশ গুলি মুসলিম দেশ, ও দীর্ঘদিন যাবত সেখানে সামরিক শাসন চলে আসছে। কোন থিউরিগত কথায় না গিয়ে একথা বলতে পারা যায় যে, আফ্রিকার মুসলিম দেশ গুলিতে কোন গণতন্ত্র নেই। আর দেশগুলির উন্নতির জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য।

মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্র মহাথির মুহাম্মদকে আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি বলা যেতে পারে। তিনি এই মুসলিম চিন্তাধারার আধুনিকরন ও আধুনিক ব্যাঙ্কের সহিত শরিয়া আইনের সমন্বয় ঘটান। আমি ভিন্নমত সম্পাদক হিসাবে তার সহিত যোগাযোগ করে এই প্রশ্ন গুলির সরাসরি উত্তর পেতে চেয়েছিলান। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর সময় ও আমার স্বল্পকালীন মালয়েশিয়ায় অবস্থানের কারণে দেখা করা হয়ে উঠেনি। অবশ্য তিনি ৫ মিনিট টেলিফোনে কথা বলতে রাজী হয়েছিলেন।

আমি প্রধান মন্ত্রীকে সরাসরি আধুনিক ব্যাঙ্কের সহিত এই শরিয়া আইনের সমন্বয় ঘটানোর কথা জিজ্ঞাসা করে বলেছিলাম, ব্যাঙ্ক যে ভাবে সার্ভিস চার্জ গ্রহন করে আর যেভাবে আমানতকারীদের বছর শেষে লভ্যাংশ প্রদান করে, এটাতো প্রকারান্তরে সুদ দেওয়ারই সামিল? তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘গাভী সাদা কি কালো, সেটা বড় কথা নয়। গাভী দুধ দেয় কিনা সেটাই বড় কথা। আর গাভী দুধ না দিলে জনগণ তা প্রত্যাখান করবে। জনগণ তাদের টাকার কিছু লাভ না পেলে ব্যাঙ্ক অচল হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমাদের টার্গেট মধ্য প্রাচ্যের বিরাট অংকের আমানত মালয়েশিয়ার ব্যাঙ্কে নিয়ে আসা। অতএব, আমানতকারীকে অবশ্যই যে কোন ভাবে বা যে কোন পদ্ধতিতে কিছু লভ্যাংশ দিতেই হবে। ইসলামে সুদ দেয়া বা নেয়া হারাম, কিন্তু একই পরিমাণ লাভ দিতে আপত্তি কি? ব্যাঙ্কতো লাভ করছেই।’

গণতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্র হলে কি ভাবে সরকার আধুনিক অর্থনীতি গলাটিপে হত্যা করে, মালয়েশিয়া তার প্রমাণ। গত ২০০০ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার জি ডি পি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬% ভাগ। কিন্তু অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সামাজিক সংস্কার বা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না পেলে পুঁজির বিকাশ এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। আর সেটাই ঘটেছে মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়া থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি ক্রমাগত ভাবে প্রত্যাহার করছে। কারণ, অর্থনীতির নিম্নগতির সময়ে মালয়েশিয়া তার ব্যাঙ্কের ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর সেটা হয়েছে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র থাকার কারণে। গণতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্র বা নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিচালকগণ বা এম পিরা সবসময়েই তাদের স্বার্থে ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রন করে, যা মুক্ত অর্থনীতি বা আধুনিক অর্থনীতির অগ্রগতি বিরোধী। এছাড়াও মালয়েশিয়া সরকারের মধ্যে রয়েছে ইরানী ষ্টাইলের ইসলামিক রাষ্ট্রীয় প্রধান বা সৌদি ষ্টাইলের রাজতন্ত্র, যা সবসময়েই গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির বিপক্ষে কাজ করছে।